তারিখ ...04 JAN.1991...
পৃষ্ঠা... ৫ ...কলাম.. ৬...
157
156

দৈনিক খবর

ছাত্রলীগের জন্ম ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা

মুস্তাফা সারওয়ার

আজ ৪ঠা জানুয়ারী ছাত্রলীগের ৪৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে আজ পুরানো দিনের অজস্র ঘটনা মনের পর্দায় একে একে ভেসে উঠছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৮ সাল থেকেই স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীন বাংলার। ১৯৪৮ সালে গ্রেফতারী পরোয়ানা থাকা অবস্থায় কোলকাতা থেকে মুন্সীগঞ্জ হয়ে পুলিশের চোখ এড়িয়ে পায়ে হেঁটে চাদর মুড়ে এসে উঠেছিলেন নারায়ণগঞ্জে। সেই কালেই তিনি বলেছিলেন, 'ওদের সাথে থাকা যাবে না বেশীদিন। ওরা বাঙ্গালীদের মানুষ বলে গণ্য করে না এবং বিশ্বাসও করে না।' ১৯৪৮ সালে বঙ্গবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত ছাত্রলীগের ১০ দফা দাবীর অন্যতম ছিল চট্টগ্রামে সদর নৌ-দফতর স্থানান্তর এবং বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা এবং সামরিক বাহিনীতে বাঙ্গালীদের নিয়োগের দাবী। ১৯৪৭ সাল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হল। গঠিত হল পূর্ববঙ্গ সরকার। তারপর অধিকাংশ বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দ উঠে-পড়ে লেগে গেলেন নিজ নিজ গদি ও স্বার্থের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে। যে আদর্শ দাবী-দাওয়ার অঙ্গীকার করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে ভোট নিয়েছিলেন সে কথা ভুলে গিয়ে তাঁরা ইসলামের কথা তুলে রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষের মুখের ভাষার দাবীকেও অস্বীকার করতে লাগলেন। লোভ ও স্বার্থের অন্ধমোহে ভুলে গেলেন যে, তাঁরা বাঙ্গালী-বাংলা তাঁদের মাতৃভাষা। এই সময়ে বাংলার সপক্ষে মুখ খোলাও ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ বাংলা হিন্দুদের ভাষা এবং সংস্কৃতির ভাষা বলে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকার অপপ্রচার চালাতো। অন্যদিকে এই প্রদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি সমস্ত কিছুর ন্যায্য পাওনা দাবী করারও সৎ সাহস তাঁদের ছিল না। কারণ ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহে তাঁরা তখন ইসলামের নামে সবকিছু জলাঞ্জলি দিতেও প্রস্তুত হয়ে গেলেন। বাঙ্গালীদের একমাত্র সংগ্রামেই যে পাকিস্তান পাওয়া সম্ভব হয়েছে এ কথাও তাঁরা ভুলে গেলেন। কারণ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেবার মত সৎ সাহস যাঁদের ছিল সেই বাঙ্গালী জননেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন কোলকাতায় মুসলমানদের জীবন রক্ষার্থে ব্যস্ত। আবুল হাসেম সাহেবও সেখানে। আর অন্যান্য বাঙ্গালী দুর্বল নেতা নিজেদের স্বার্থের জন্য কায়েমী স্বার্থের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, যাঁদের দেশ ও জাতির দাবীর প্রশ্নে কোন বলিষ্ঠ চরিত্র ছিল না। জীবনের প্রথম নতুন নতুন গদি পেয়ে এরা পুলিশের সাহায্যে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার নীতি অবলম্বন করলেন। কিন্তু এরা ভুলে গেলেন শক্তি দিয়ে বা অত্যাচার করে একটা জাতির ভাষার দাবীকে স্তব্ধ করা যায় না। আর যাতে তা না যায় সে কথা অনুভব করেই হয়ত তখন লীগ বিরোধী আন্দোলনে জড়িত হয়ে পুলিশের নজরে পড়ে নিজেকে গা ঢাকা দিয়ে কোলকাতা থেকে মুন্সীগঞ্জ এবং সেখান থেকে নারায়ণগঞ্জ হয়ে পায়ে হেঁটে এসে জাতির পিতা 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবুর রহমান একটা প্রগতিশীল ছাত্র প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

চাদর মুড়ানো লম্বা দেহের যুবকটিই ছিলেন বর্তমানের বঙ্গবন্ধু

১৯৪৭ সালের শেষের দিকের সেই দিনটি মনে নেই। শীতের রাতে সারাদেহে ও মুখমন্ডলে চাদর মুড়ানো একটা লম্বা ও বলিষ্ঠ যুবক এসেছিলেন নারায়ণগঞ্জে আমাদের বাসভবন 'বাইতুল আমানে'। এত কথা মনে নেই। তবে 'কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য বাংলাদেশের তরুণ ও যুবকদের সবার প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে' এই কথাগুলো শুনেছিলাম।

বুলেটের ন্যায় বলিষ্ঠ বাক্যগুলো বর্ষণ করে যখন তিনি 'বাইতুল আমান' থেকে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন, তখনই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম সেই দীর্ঘদেহী যুবকটিই হলেন বিপ্লবী নেতা বর্তমানের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তারপর বেশ কিছুদিন চলে গেল। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান ...

১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ। মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেছিলেন ঢাকার জনসভায় : Urdu and Urdu shall be the state language of Pakistan. যা কার্জন হলের সুধী সমাবেশে অভিব্যক্তি ঘটলো 'না' ধ্বনির তরঙ্গ ধ্বনিতে। এই 'না' ধ্বনি সেদিন মিঃ জিন্নাহর সম্মুখে সম্ভব হয়েছিল প্রগতিপন্থী নব্য শক্তির বুদ্ধিজীবী চিন্তাধারার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন বৃটিশ সরকারের ঘোষণা পর্যন্ত বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিপন্থী ছাত্র সমাজ যে স্বাধীন দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির স্বপ্ন দেখেছিলেন তাকে বাস্তবায়িত করবার জন্যই হয়ত তাঁদের একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তানে একটি গণতান্ত্রিক যুব সংস্থা ও একটি প্রগতিশীল ছাত্র সংস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। যার ফলে পরবর্তীকালে জন্ম নিয়েছিল জনাব শামসুল হক আর জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে 'পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ' যার অস্তিত্ব বিলুপ্তি হয় ঐ সময়েই। আর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের' যা বর্তমানে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ নামে খ্যাত। এদেশের প্রতিটি ছাত্র আন্দোলন, বাংলা ভাষা আন্দোলন এবং গণআন্দোলনে পূর্ব বাংলার ছাত্রলীগই সর্বপ্রথম নেতৃত্ব দিয়েছে এবং এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ সর্বাধিক কারাবরণ এবং নির্যাতন ভোগ করেছেন।

১৯৪৮ সালে প্রগতিপন্থী ছাত্র আন্দোলনের তাগিদে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে গঠিত বাংলার ছাত্রলীগের সংগঠনের জন্য এক বিরাট সাড়া দেখা গেল। বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনা অনুযায়ী ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ছাত্রলীগের ১০ দফা আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে দাবী পেশ করা হয়। ছাত্রলীগের সে দাবীর মধ্যে ২ নম্বর দাবীতে 'অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন এবং শিক্ষা সঙ্কোচন নীতির প্রতিরোধ', ৩ নম্বর (ক) এ 'বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন' (খ) এ 'পূর্ব পাকিস্তানের যুবকদের বিমান, নৌ, স্থল প্রভৃতি সামরিক শিক্ষা প্রদানের জন্য অনতিবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন' (গ) এ 'পাকিস্তান নৌ-বিভাগের সদর দপ্তর চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করণ।' ৮ নম্বরে 'শিক্ষায়তনগুলোকে স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতামূলক ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার' এবং ১০ নম্বরে 'শিক্ষায়তনসমূহে পুলিশের অন্যায় ও অযথা হস্তক্ষেপ বন্ধ করে শিক্ষায়তনগুলোর পবিত্রতা রক্ষা করা' ছিল উল্লেখযোগ্য, যা ছাত্র সমাজে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ৬ দফা অথবা ১১ দফার ন্যায় সংগ্রামী দাবী অথবা 'বাংলাদেশ' নামকরণের দাবী তোলা যতটা সহজ, তখনকার দিনে ১৯৪৮ সালের পরিবেশে তত সহজ ছিল না।

ঐ সময় পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং নৌ-বিভাগের সদর দপ্তর চট্টগ্রামে স্থাপনের দাবী ছাত্রলীগ থেকেই প্রথম উঠেছিল। এ থেকেই বুঝা যায়, ছাত্রলীগই সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন ১৯৪৮ সালে।

ছাত্রলীগের এই সমস্ত দাবী সমগ্র দেশে বিশেষ করে কায়েমী মহলে এক চ্যালেঞ্জ প্রদান করল। এর ফলে ছাত্রলীগ সর্বদা কায়েমী স্বার্থের কাছে এক নম্বরের শত্রু বলে প্রমাণিত হতে লাগল।

ছাত্রলীগের প্রথম স্বৈরাচারী বিরোধী দিবস

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ কর্তৃক গঠিত 'স্বৈরাচারী বিরোধী দিবস' কর্মপরিষদের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের নিজ স্বাক্ষরিত ইস্তাহারে (৩১-১২-১৯৪৮ ইং তারিখে) ঘোষিত হল ১৯৪৮ সালের ৮ই জানুয়ারী বিক্ষোভ, হরতাল ও সভা করে স্বৈরাচারী বিরোধী দিবস। ছাত্রলীগের সর্বপ্রথম আন্দোলনের ঘোষিত দিন। আর যত নির্যাতন ও অত্যাচার নেমে এল ছাত্রলীগের উপর। যার জন্য ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দকে কিছু দিনের মধ্যেই কারাবরণ করতে হল। গ্রেফতার হল দিনাজপুর ছাত্রলীগ শাখার সহ-সম্পাদক মুস্তফা রওশন আখতার ও ছাত্র কর্মী নূরুল হুদা কাদের বক্সসহ রাজশাহী জেলা ছাত্রলীগ সম্পাদক একরামুল হক আরও কতিপয় নেতা ও কর্মী। ১৯৪৯ সালের ১৩ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অস্থায়ী আহবায়ক দবিরুল ইসলাম দিনাজপুর স্টেশনে গ্রেফতার হন। পরে দবিরুল ইসলামের আটকের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকা হাইকোর্টে সর্বপ্রথম হেবিয়াস মামলা পরিচালনা করেছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে ভাইস-চ্যান্সেলরের প্রাঙ্গণ দখল

১৯৪৯-এর ৩রা মার্চ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের ধর্মঘট সমর্থন করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আইন বিভাগীয় দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র বর্তমানের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ২৭ জন ছাত্রের অন্যতম। যার জন্য পরবর্তীকালে আইন বিভাগে পড়াশুনা করেও আইনজ্ঞ হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তিনি। এর প্রতিবাদে ছাত্র আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৪৯ সালের ১৭ই এপ্রিল স্বৈরাচারী বিরোধী দিবস ঘোষিত হয়। ১৮ই এপ্রিল ঢাকার ছাত্রদের আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনে ভাইস চ্যান্সেলরের গৃহে অবস্থান ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন শেখ মুজিবুর রহমান। ২৫ জন ছাত্র সারারাত উক্ত গৃহে অবস্থান ধর্মঘট করে। সকালে কয়েকজন ছাত্র বাইরে গেলে পুলিশ তাদের প্রবেশ করতে বাধা দেয়। যারা ভিতরে ছিলেন তাদের বাইরে যেতে দেয়া হয় না। সকাল আটটায় ছাত্রনেতা শেখ মুজিবকে ভাইস-চ্যান্সেলরের কক্ষে ডাকা হয়। সেখানে সিটি এসপি'র সামনে ধর্মঘট বন্ধ করার অনুরোধের উত্তরে শেখ সাহেব জবাব দেন- "শাস্তি দেবার পূর্বে ভাইস-চ্যান্সেলরের উচিৎ ছিল ছাত্রদের অভিযোগ শ্রবণ করা।" ১৯শে এপ্রিল ভাইস-চ্যান্সেলরের গৃহ প্রাঙ্গণ হতে অবস্থান ধর্মঘটরত শেখ মুজিবসহ ৭ জন ছাত্র গ্রেফতার হয়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নীত হন। ২০শে এপ্রিল পুলিশ বিক্ষোভ প্রদর্শনরত ছাত্রদের উপর ২ বার কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ ও ২ বার লাঠি চালনা করে। ঐ বিক্ষোভে সেদিন ৬ জন ছাত্রীসহ কয়েকশ' ছাত্র ছিলেন। শেখ মুজিবকে ডেকে আবদ্ধ করে রাখার খবর শোনার সাথে সাথে সহস্রাধিক ছাত্র জোর করে ভাইস-চ্যান্সেলরের গৃহে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে। অবস্থা বেগতিক দেখে ভাইস-চ্যান্সেলরের গৃহ বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করা হয় এবং পুলিশ ডাকা হয়। তারপর ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ফলে শেখ মুজিবসহ ৪ জন ছাত্র আহত হন। ছাত্রদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ২০শে এপ্রিল সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এই ধর্মঘট আহবান করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৭ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আচরণের বিরুদ্ধে ধর্মঘট আহবান করে এবং সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমন্ডিত হয়। ঐ দিনটিও ছিল "স্বৈরাচারী বিরোধী দিবস।" উক্ত দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সর্বত্রই ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে বিরাট ছাত্র-বিক্ষোভ ও শোভাযাত্রা বের হয়। ইডেন কলেজ, ঢাকা কলেজ, ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল, তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ হাই স্কুল, বার একাডেমী ও আই ই টি স্কুলের ছাত্রলীগের উদ্যোগে ধর্মঘট, বিভিন্ন শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ আরম্ভ হয়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নারায়ণগঞ্জ মহকুমা শাখার দপ্তর 'বায়তুল আমান' থেকে দৈনিক 'আওয়াজ', দৈনিক 'ইত্তেফাক' এবং 'জিন্দেগী' নামক তৎকালীন পত্রিকাগুলোতে ছাত্র আন্দোলনের প্রতিধ্বনি উদ্ধৃতসহকারে সারা-দিনব্যাপী প্রদর্শন করে 'স্বৈরাচারী বিরোধী দিবস'কে সাফল্যমন্ডিত করার এক আবেদন প্রকাশ করা হয়। ১৯৪৯ সালের ১৭ই এপ্রিল এই 'স্বৈরাচারী বিরোধী দিবস শেষ পর্যন্ত ছাত্র গ্রেফতারে প্রতিদিনের বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ছাত্রনেতা ও অন্যান্যকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১৭ই এপ্রিল থেকে আরম্ভ করে ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিদিনই বিক্ষোভ ও শোভাযাত্রা এবং ছাত্রলীগ দপ্তর 'বাইতুল আমানে' সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ২০শে এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার গ্রাজুয়েটদের পক্ষ থেকে জনাব কমরুদ্দিন আহমদ, জনাব কফিলুদ্দিন প্রমুখ কয়েকজন ভাইস-চ্যান্সেলরের কাছে এক স্মারকলিপিতে ছাত্র দমন নীতির প্রতিবাদ করেন। ঢাকার এই ঘটনা ছাড়াও দিনাজপুরে ও রাজশাহীতে অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়। দবিরুল ইসলামকে পাগলের সাথে নগ্ন করে রাখা হয়। শেষ পর্যন্ত রাজশাহী জেলে গুলী চালিয়ে নিরীহ ছাত্র ও রাজবন্দীদের হত্যা করা হয়।

'জাগো জাগো বাঙ্গালী জাগো'

দেশ মাতৃকার এই কঠিন লগ্নে যখন এর জন্ম, এর জন্মদাতাও রক্তাক্ত সংগ্রামের পথে বলীয়ান বলেই হয়ত সম্ভব হয়েছিল এদেশের শত শত আন্দোলনের সম্মুখে বুক পেতে দেবার মহান আদর্শ।

তাই ছাত্রলীগ একটা সংগ্রাম।

একটা সংগ্রামী দর্শন।

তাই হয়ত '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ছাত্রলীগ নেতা কাজী গোলাম মাহবুব নির্বাচিত হয়েছিলেন, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহবায়ক। '৫৪ সালেই সাধারণ নির্বাচনে ছাত্রলীগ নেতা খালেক নেওয়াজ খানের কাছে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জনাব নূরুল আমিন পরাজিত হয়েছিলেন বিপুল ভোটাধিক্যে। পাকিস্তানের সমস্ত সরকারী শক্তি ও মিঃ জিন্নাহর সহকর্মী নামে খ্যাত বহু নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়েও সেদিন ছাত্রলীগ নেতা খালেক নেওয়াজের কাছে পরাজয়ের হাত থেকে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে রক্ষা করতে পারেনি। ১৯৬২ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে মেশিনগান আর বেওনেটকে তুচ্ছ করে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে জগন্নাথ কলেজ ও ঢাকার রাজপথে সর্বপ্রথম বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে প্রদেশপাল মোনেম খানের বিরুদ্ধে কালো পতাকা প্রদর্শন, মিস ফাতেমা জিন্নাহর সপক্ষে এবং আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঢেউ তুলেছিল ছাত্রলীগ। বাংলা ভাষা প্রচলন সপ্তাহ, যানবাহন, গাড়ী ও অফিস আদালতে সাইন বোর্ডেও প্রতিষ্ঠা লাভ করল ছাত্রলীগের নেতৃত্বে বাংলা ভাষা। রবীন্দ্র সঙ্গীত বিরোধীদের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল তুমুল আন্দোলন। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন দ্বিধাগ্রস্ত দেশে যখনই সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে ৬ দফার ডাক এল, প্রায় সমস্ত নেতৃবৃন্দ যখন কারান্তরালে, তখন ছাত্রলীগ ও এদেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে সর্বপ্রথম সাড়া না দিয়ে পারলো না। অগণিত মানুষের বুকের রক্তে সেদিন ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিল। ছাত্রলীগের কণ্ঠের সাথে লাখ কণ্ঠের গগন বিদারী আওয়াজ এল- 'জাগো জাগো বাঙ্গালী জাগো'।

তাই শহীদ বরকত, সালাম ওদের স্মরণ করে একথা স্বীকার করতে হবে যে, মাতৃভাষার ডাকে সর্বপ্রথম এদেশের মানুষের নিদ্রা যেমন ভেঙ্গেছে তেমনি ওরা জেগেছে বাংলার মাটি বাংলার মানুষের দাবী-দাওয়াকে আদায় করার শপথে স্বায়ত্তশাসন, ৬ দফা আর ১১ দফা দাবীর শপথে পরবর্তীকালে স্বাধীনতার সংগ্রামে।

'বাংলাদেশ' নামের প্রথম উচ্চারণ

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নারায়ণগঞ্জ মহকুমা শাখা আহবায়ক জনাব বদরুজ্জামান ১৯৪৮ সালের ২১শে নভেম্বর নারায়ণগঞ্জের 'বাইতুল আমান'-এ সর্বপ্রথম ছাত্রলীগের মহকুমা সম্মেলন আহবান করেন। মহকুমা ছাত্রলীগের কাউন্সিলরদের এই সম্মেলনের আকর্ষণীয় কর্মসূচী ছিল বেলা নয় ঘটিকায় কর্মকর্তা নির্বাচন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে বিকেলে প্রকাশ্য অধিবেশন।

ভূতপূর্ব নিখিল বঙ্গ ছাত্রলীগের নারায়ণগঞ্জ মহকুমার সম্পাদক জনাব শামসুজ্জোহার সভাপতিত্বে শতাধিক প্রাইমারী ইউনিটের কাউন্সিলরগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হন জনাব বদরুজ্জামান, সহ-সভাপতি মীর ওয়ালিউদ্দিন এবং মনসুরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক জনাব বজলুর রহমান; যুগ্ম সম্পাদক দায়েমুদ্দিন আহমদ ও মিস শামছুন্নাহার, দপ্তর সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলাম আমি নিজে। সেদিন বিপ্লবী নেতা শেখ মুজিবের অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা প্রতিটি তরুণের মনে যেন আগুন জ্বালিয়েছিল। প্রায় ১ ঘন্টা ২০ মিনিট তিনি বক্তৃতা করেছিলেন। এই তথ্য থেকেই বুঝা যায়, ১৯৪৮ সালেই ছাত্রলীগের জন্মলগ্নে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন।

তারিখ... ... ...
পৃষ্ঠা... ... ...কলাম...